গাংনীর ভাটপাড়া আবাসন প্রকল্পের ৯০ পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীর উপজেলার ভাটপাড়া আবাসন প্রকল্পের বসবাসকারি পরিবারের মাঝে প্রধান মন্ত্রীর প্রেরণকৃত ঈদ উপহার সমগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসন ঈদ উপহার সামগ্রী পৌছে দেন।

করোনাকালীণ সময়ে অসহায় কর্মহীণ হয়ে পড়া মানুষ যাতে পরিবার পরিজন নিয়ে ঈদ আনন্দ করতে পারে সে লক্ষে আবাসনের ৯০ টি পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্য বিতরণ করা হয়।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হাফিজ আল আসাদ,আরডিসি অনিক ইসলাম,গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ,সহকারি কমিশনার (ভুমি) নুর-ই আলম সিদ্দিকী এসময় উপস্ষিত ছিলেন।

মেহেরপুর বৈরী আবহাওয়ায় আম ও লিচু বাগানীদের মাথায় হাত

মেহেরপুরে বৈরী আবহাওয়ার কারণে পরিপুষ্ট হবার আগেই ঝরে যাচ্ছে আমের গুটি। লিচু ফেটে যাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে নানা রোগ বালাই। গেল বছর অতিবর্ষণ আর চলতি বছরে অনাবৃষ্টি আর তাপদাহে যেমন প্রাণিকুলের জিবন ওষ্ঠাগত, তেমনি প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলেছে। স্বপ্ন ভঙ্গ হচ্ছে বাগান মালিক ও ব্যবসায়িদের। তবে কৃষি অফিস বলছে, চাষিদেরকে গাছে পানি স্প্রে ও বালাই বা ছত্রাক নাশক দেয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

বিভিন্ন আম ও লিচু বাগান ঘুরে দেখা গেছে, বিভিন্ন জাতের আমের গুটি দুলছে গাছের ডালে ডালে। আবার কিছু গুটি ঝরে গেছে। গাছের আমে

ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে পোকা মাকড় উঁকি দিচ্ছে। লিচু পরিপক্ক হবার আগেই ফেটে যাচ্ছে। বাগান মালিকরা পানি ও ছত্রাক নাশক স্প্রে করছেন আম ও লিচু গাছে। তার পরও আশানুরুপ ফল পাচ্ছেন না তারা।

সহড়াবাড়িয়া গ্রামীণ ফলবাগানের মালিক আব্দুল আওয়াল সবুজ জানান, তার ১১ বিঘা আম ও লিচুর বাগান রয়েছে। প্রথমে কোন রোগ বালাই না থাকলেও এখন নানা রোগ দেখা দিয়েছে। আমের গুটি ঝরে যাচ্ছে। লিচু ফেটে যাচ্ছে। কৃষি অফিস যেভাবে পরামর্শ দিয়েছে সেভাবেই কাজ করছি কিন্তু আশানুরুপ ফল পাচ্ছি না।

হেমায়েতপুর গ্রামের আনারুল ইসলাম জানান, তার বাগানের লিচুর ফলন বিপর্যয় হবে। প্রতিটি লিচুর থোকায় পোকা লেগেছে। ছত্রাকনাশক দিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না। আবার আমের গুটিতে যে স্বপ্ন বুনছিলাম তাও ভেঙ্গে গেছে। গাছের আমের অর্ধেক গুটি ঝরে গেছে। সেই সাথে দেখা দিয়েছে পোকা।

জুগির গোফা গ্রামের আম ব্যবসায়ি জাহাঙ্গীর ও হজরত জানান, আম ব্যবসায়িদের লোকসানের হাত থেকে বাঁচাতে দু বছরের জন্য আম বাগান লীজ দেয়া হয়। তিনি পাঁচটি বাগান লীজ নিয়েছেন। গেল বছর অতি বৃষ্টির কারণে ফলন বিপর্যয় ছিল। এ বছর সেই লোকসান কাটিয়ে উঠতে গাছের পরিচর্যাও করা হয়েছে। কিন্তু অনাবৃষ্টির কারণে সে আশাও এখন নিরাশায় পরিনত হচ্ছে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেব মতে জেলায় এবার ২৩৫০ হেক্টর জমিতে আম ও ৬৮০ হেক্টর জমিতে লিচুর বাগান রয়েছে। গাছে গাছে আমের গুটি আর লিচু ছিল ভরপুর। বাম্পার ফলনেরও আশা করা হয়েছিল। কিন্তু এবার সেই ফলন বিপর্যয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রচন্ড তাপদাহে আমের গুটি ঝরে যাচ্ছে আর লিচুতে পোকা দেখা দিয়েছে। অনেক বাগানের লিচু ফেটে যাচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ- পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ জানান, পরপর দু বছরই বৈরী আবহাওয়া বিরাজ করছে। এটাতো প্রাকৃতিক ব্যাপার। চাষিদেরকে ১৫ দিন পরপর গাছে সেচ দেয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। সেই সাথে পানি ও ছত্রাক নাশক স্প্রে করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

গাংনী খাদ্য গুদামে ভিজিডির কার্ডে নিম্নমানের চাল সরবরাহ

আকতারুজ্জামান, গাংনী

মেহেরপুরের গাংনীর বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে সরবরাহকৃত চালের মান নিম্নমানের। এমনি অভিযোগের প্রেক্ষিতে খাদ্য গুদামে রক্ষিত চাল পরিদর্শন করেছেন সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার। মঙ্গলবার দুপুরে পরিদর্শক দলটি দুটি খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন। বাজার মূল্যের চেয়ে সরকারি কম দামে চাউল ক্রয় এবং দীর্ঘদিন মজুদ থাকায় চাউলের মান নষ্ট হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ঠরা।

জানা গেছে, সম্প্রতি গাংনী উপজেলা খাদ্য গুদাম থেকে সরবরাহকৃত নিম্নমানের চাল সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন ইউনিয়নের ভিজিডি কার্ডধারীদের। নয়টি ইউনিয়নে সরবরাহকৃত চাল নিয়ে বিপাকে পড়েন জনপ্রতিনিধিরা। অবশেষে অসহায় দুস্থরা অভাবের কাছে হেরে গিয়ে ওই চাল গ্রহণ করেন। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ অবগত হন। অভিযোগ পেয়ে মেহেরপুর- আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ ও উপজেলা কৃষি অফিসার খাদ্য গুদাম পরিদর্শনে যান।

গাংনী উপজেলা খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাসান জানান, গেল মাসে ভিজিডির চাল সরবরাহ করার সময় জনপ্রতিনিধিরা চাল মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিষয়টি অবগত হয়ে এ চাল ভিজিডির কার্ডধারীদের মাঝে বিতরণ যাতে করা যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন।

খাদ্য বিভাগের একটি সুত্র জানায়, গেল বছর করোনাকালীন পরিস্থিতিতে খাদ্য সংকট দূর করার লক্ষ্যে সরকারি উর্দ্ধতন নির্দেশে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চাউল ক্রয় করে গাংনী খাদা গুদাম কর্তৃপক্ষ। তবে চালের বাজার মূল্যের চেয়ে সরকারি দরের মধ্যে ছিল বড় ফারাক। ৩৬ টাকা কেজিতে গুদামে চাল কেনা হয় আর বাজারে চাউলের

মূল্য ছিল ৪৪-৪৬ টাকা পর্যন্ত। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই মান সম্মত চাউল কেনা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে দীর্ঘ ১০/১১ মাস গুদামে চাউল মজুদ থাকায় এর রং পরিবর্তন হচ্ছে এবং দিন দিন মান কমে যাচ্ছে। সংরক্ষণের ৩/৪ মাসের মধ্যে যদি চাউলগুলো ব্যবহার করা যেতো তাহলে মান নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকতো না।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, বিভিন্ন ইউপি চেয়ারম্যান মেম্বরদের অভিযোগ পেয়ে ওসি এলএসডিকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি নিম্নমানের চালের বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি আরো জানান, চাল নিম্নমানের কিভাবে হয়েছে এবং এ চাল কোথা থেকে আনা হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চান এবং কিভাবে সমাধান করা যায় তার ব্যবস্থা নিতে বলেন। কিন্তু আজো কোন সদুত্তোর পাওয়া যায়নি বলে জানান তিনি। চালের মান খারাপের বিষয়ে জেলা প্রশাসক এবং মন্ত্রণালয়ে জানাবেন এবং এই চাল কি করা হবে তারসিদ্ধান্ত চাইবেন বলেও জানান তিনি।

উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক জানান, জনপ্রতিনিধি ও দলীয় লোকজনের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে তিনি পরিদর্শনে এসেছেন। তিনি প্রমাণ পেয়েছেন চাল নিম্ন মানের। সমাধানের জন্য ওসি এলএসডিকে বলেন।

গাংনী আসনের সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন জানান, বেশ কিছুদিন যাবত তিনি নিম্নমানের চালের ব্যাপারে শুনছেন। বিষয়টি তদন্তে এসে তার সত্যতা পান। তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজকে পারবর্তী করণীয কি তার ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে স্থাপিত ১ নম্বর খাদ্য গুদামে ৭৮.৭৮৬ মেট্রিকটন এবং ২নং গুদামে ১৫৪.৮৬০ মেট্রিকটন চাল মজুদ রয়েছে। যা সম্পূর্ণ খাবার অনুপযোগি।

মেহেরপুরে পুলিশের সহযোগতিায়

হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ দারা খান এর বিশেষ তত্বাবধানে ও পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের সহযোগিতায় দুই ব্যক্তির হারানো ফোন উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ দারা খানের কক্ষে দুই ব্যক্তির মোবাইল ফোন তাদের হস্তান্তর করা হয়। এসময় শাহ দারা খান বলেন, পুলিশের তদন্ত বিভাগের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা ও মুজিবনগর এলাকা থেকে এই ফোনগুলো উদ্ধার করা হয় এবং উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে প্রকৃত মালিকের নিকট ফোনগুলো হস্তান্তর করা হয়।

উদ্ধারকৃত ফোন দুটির মালিক মেহেরপুর সদও উপজেলার টেংরামারী গ্রামের ডলি খাতুন ও একই উপজেলার কদমতলা খোকসা গ্রামের মনিরুল ইসলাম। এসময় হারানো ফোন ফিেও পেয়ে বাংলাদেশ পুলিশ এবং সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ দারা খান সহ তদন্তের সকল কর্মকর্তাগণ ও পুলিশ সদস্যদেও প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ঝিনাইদহে পৌরবাসী ঘরে বসেই বিনামুল্যে অক্সিজেন সেবা পাবে

ঘরে বসেই বিনামুল্যে অক্সিজেন সেবা পাবেন ঝিনাইদহ পৌরসভার অসহায়, দরিদ্ররা। মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

আয়োজকরা জানান, ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টুর সহযোগিতায় নবগঙ্গা রক্ষা পরিষদ ও ঝিনুকদহ ভাষা পরিষদ নামের ২ টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ঝিনাইদহ পৌরসভার এলাকার অসহায় দরিদ্র মানুষ যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েও হাসপাতালে যেতে পারছেন না। অর্থের অভাবে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনতে পারছেন তারা তারা হটলাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে বাড়িতে অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়া হবে। নবগঙ্গা রক্ষা পরিষদ ও ঝিনুকদহ ভাষা

পরিষদ এবং পৌরসভা নিজস্ব পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের বাড়িতে সিলিন্ডার পৌঁছে দিবেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিনুকদহ ভাষা পরিষদের সভাপতি গাউস গৌর্কী, সহ-সভাপতি সহকারী অধ্যাপক মতিউর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শিপন জোয়ার্দ্দার, নবগঙ্গা রক্ষা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা মাসুদ আহম্মেদ সঞ্জু, যুগ্ম আহ্বায়ক খান জাহান আলী, সদস্য রাশেদুল ইসলাম পরাগ,আহাদসহ অন্যান্যরা।

০১৭১২-৬০০৪৭১ (গাউস গোর্কী), ০১৭১২-৬১৭৯৮৮ (শিমুল), ০১৯৭২-১২০৮১২ (শিপন) ও ০১৮৮১-১৬০৫৯৯ (খান জাহান আলী) এই মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করলে অক্সিজেন সিলিন্ডার পাওয়া যাবে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী নিহত, আহত-৬

মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামে মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে ফারহা খাতুন (৬০) ও আব্দুস সাত্তার (৬৮) নামের এক দম্পত্তি নিহত হয়েছে।

সোমবার দিবাগত মধ্যে রাতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত দম্পত্তির বাড়ি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে। এঘটনায় শিশুসহ অন্তত ৬জন আহত হয়েছে।

নিহতের পরিবার জানান, ফারহা খাতুন ক্যান্সার আক্রান্ত। রাজশাহীতে চিকিৎসা নিয়ে তিনিসহ তার কয়েকজন আত্মীয় একটি মাইক্রোবাস যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে গাঁড়াডোব-আমঝুপি সড়ক হয়ে খোকসা শেখপাড়া নামক স্থানে পৌঁছালে মাইক্রোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ ঘটনায় মাইক্রোতে থাকা ৭জন আহত হয়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ফারহা খাতুনকে মৃত ঘোষণা

করেন। আহতদের মধ্যে আব্দুস সাত্তারের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে অন্যত্র স্থানান্তর করেন। আহত আব্দুস সাত্তারকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

স্থানীয়রা জানান, বিভিন্ন ইটভাটা ও খাল খননের মাটি বহন করার সময় সড়কে মাটির স্তর তৈরি হয়েছে। সোমবার রাতে হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ায় সড়কটি মরণফাঁদে পরিণত হয়। বৃষ্টি হওয়ার প্রথম দিনেই এ দুর্ঘটনায় দুই জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। দ্রুত এ ধরণের মাটি পরিস্কারের ব্যবস্থা না করা হলে প্রতিনিয়ত এ ধরণের দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকবে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, অদক্ষ চালক ও সড়কে কাদা থাকার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একটি অপমত্যু মামলা হয়েছে।

দামুড়হুদায় অসুস্থ নারীর চিকিৎসায় অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ছুটে গেলেন ইউএনও

দামুড়হুদা উপজেলার অসুস্থ নারীর চিকিৎসায় নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী নিয়ে ছুটে গেলেন ইউএনও দিলারা রহমান।
দর্শনা পৌরসভা শান্তিপাড়ার রিতা খাতুন (৩২) নামের এক দরিদ্র অসুস্থ নারীর মোবাইল ফোনে অসুস্থতার খবর পেয়ে সহায়তা নিয়ে দেখতে আসলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

গতকাল সোমবার বিকাল দিকে দর্শনা পৌরসভা শান্তিপাড়ার রিতার নিজ বাড়ীতে পৌছান উপজেলা নির্বাহি অফিসার দিলরা রহমান। এসময় তিনি মিতার জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

জানা গেছে, উপজেলার দর্শনা পৌরসভা শান্তিপাড়ার মৃত পিরু মিয়ার মেয়ে রিতা খাতুন বেশ কিছুদিন ধরে ব্রেইন স্ট্রোক রোগে

ভুগছিলেন। দরিদ্র বাবার ওষুধ কেনার টাকাও ছিল না। কোন উপায় না পেয়ে রোববার রাতে মিতা দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মোবাইলে কথা বলেন। জানান তার অসুস্থতা ও দারিদ্রতা কথা।

পরে গতকাল সোমবার বিকাল ৪ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিতার বাড়ি এসে পৌঁছায়। এবং উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে রিতার চিকিৎসার জন্য ৫ হাজার টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করেন।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার রিতার উন্নত চিকিৎসার জন্য উপজেলা পরিষদ বরাবর আবেদন করার জন্য পরামর্শ দেন। এসময় রিতার পাশে সমাজের বিত্তবানদের দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করার আহবান জানান।

শৈলকুপার বিলে নারীর মৃতদেহ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার একটি বিল থেকে রেখা রানী (৪২) নামে এক বিধবা নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ শৈলকুপার ত্রিপাকান্দি মলমলি গ্রামের একটি বিল থেকে ওই নারীর লাশ উদ্ধার করে। তার গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

নহত রেখা রানী দুধসর ইউনিয়নের মলমলি গ্রামের মৃত শশধর বিশ্বাসের স্ত্রী।
নিহত’র ছেলে অপুর্ব কুমার বিশ্বাস জানান, সোমবার বিকালে তিনি পার্শ্ববর্তী উমেদপুর ইউনিয়নের হালসাদাড়ি গ্রামে যান জমি লীজের টাকা আনতে। লীজের ১১ হাজার টাকা নিয়ে তার মা বিকালের দিকে বাড়ি ফিরছিলেন। হয়তো টাকার জন্য ছিনতাইকারীরা তার মাকে হত্যা করতে পারে।
প্রত্যক্ষদর্শী রফিকুল ইসলাম ঘটনাস্থল থেকে জানান, রেখা রানীর গলায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। মুখে এবং গলায় রক্তের দাগ ছিল।

শৈলকুপা থানার এসআই শফিউল ইসলাম জানান, রেখা রানীর লাশ বিলের মধ্যে পড়ে ছিল। এটি হত্যাকাণ্ড কিনা তা তদন্তের পর জানা যাবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted],

[redacted], ‘[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]’

[redacted] [redacted] [redacted] [

নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করছে। নিন্মমানের ইটের সাথে মাটি পর্যন্ত রোলিং করা হয়েছে এই রাস্তায়। উন্নয়নের নামে এখানে দুর্বল ইট দিয়ে কাজ করা হয়েছে। এ ধরনের ইট দিয়ে কাজ করার চেয়ে মাটির রাস্তায় চলাচল করা অনেক ভালো।

এলাকার মুক্তার হোসেন বলেন, আমাদের বলার কিছু নেই। আমাদের মতো মানুষের কথা তো তারা শোনে না। দুই নম্বর আর তিন নম্বর ইট দিলে কি আর করার। বলে যখন লাভ নেই তখন রাস্তা যেমন হচ্ছে তেমনই ভালো। পায়ে কাঁদা তো লাগবে না। দু’দিন পর উঠে যাবে এই আর কি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সড়কে কাজ করা এক শ্রমিক বলেন, আমরা এখানে কাজ করি। ঠিকাদার যে ধরনের ইট আমাদের এনে দেয় আমাদের সেই ইট দিয়ে কাজ করতে হয়। তবে রাস্তা তৈরিতে অধিকাংশ নিম্নমানের ইট ব্যবহার করা হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

সড়ক নির্মাণ কাজের বিষয়ে টিপু মিয়া বলেন, নিম্নমানের খোয়া ব্যবহার এবং সঠিকভাবে মজবুতিকরণ না করেই রাস্তার কাজ চলছে। গতকালকে (৩ মে) দু’গাড়ি নিন্মমানের ইট ফেরত পাঠানো হয়েছে।

সড়ক নির্মাণ কাজের ঠিকাদার সাহাবাজ উদ্দিন এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, নিন্মমানের কিছু ইট ছিলো। গতকালকে (৩ মে) ইঞ্জিনিয়ার এসে ইটগুলো সাইট থেকে সরিয়ে নিতে বললে সেগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি প্রতিবেদককে বলেন, গোপনে কাজের সাইটে এসে এভাবে চোর পুলিশ খেলার দরকার নেই, কিছু দরকার হলে সরাসরি দেখা করবেন। কিছু লাগলে এসে বলবেন।

সদর উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুল হামিদ জানান, নিন্মমানের সামগ্রী ব্যবহারের জন্য রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেওয়া সহ সেই সাথে সকল নিন্মমানের উপকরণ সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর এলজিইডি’র নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান বলেন, নিন্মমানের সামগ্রী ব্যবহার করে কোন কাজ করার সুযোগ নেই। এবিষয়ে আমি দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি।